শিবলিঙ্গ প্রসঙ্গ

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

শিবকে সাধারণত “শিবলিঙ্গ” নামক বিমূর্ত প্রতীকে পূজা করা হয়। সমগ্র হিন্দু সামজে শিব পূজা প্রচলিত। ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশে লিঙ্গরূপে শিব পূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সনাতন ধর্মীয় কিছু শাস্ত্রে শিব পূজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংস্কৃত শিব শব্দটির অর্থ হলো “শুভ, দয়ালু ও মহৎ''। ব্যক্তিবাচক নাম বিবেচনা করলে এর অর্থ হলো “মঙ্গলময়”। শিবের আরেক নাম হলো রুদ্র। তাই এর পরিবর্তে কোমল শব্দ নাম হিসেবে শিব নামটি বেশী ব্যবহৃত হয়।

যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতাতে (শুক্ল যজুর্বেদ ৩/৫৭) আমরা প্রথমে রুদ্রের (শিব) সাথে অম্বিকার সংযোগ লক্ষ্য করি। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে উভয়ের সম্পর্ক পতি-পত্নী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (তৈ. ব্রা ১০/১৮)। এর পরবর্তী সময়থেকে এই সম্পর্ক স্থায়ী রূপ লাভ করেছে।

ইদানিং শিবলিঙ্গ (শিবের প্রতীক) নিয়ে কিছুটা বির্তক সৃষ্টি হয়েছে-অর্থাৎ এই অভিযোগ হিন্দু সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যে কোন এক ব্যক্তি নাকি শিব লিঙ্গের উপর কনডোম পরিয়েছে। যদি এই অভিযোগ সত্য হয় তবে ধর্ম বিরোধী অবশ্যই বলা যায়। আসলে যারা উপরোক্ত বিষয়ে অভিযোগ তুলেছেন এবং যিনি আভিযুক্ত, তাদের মধ্যে মনে হয় শিবলিঙ্গ কি এবং তার তাৎপর্য কি সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। নীচে শিবলিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে কি সে সম্পর্কে দুই ধরণের ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. ভাবগবতীয় ব্যাখ্যা : পরমেশ^র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ হলেন বলরাম। বলরাম থেকে সঙ্কর্ষণদেব। তাঁর থেকে সদাশিব এবং সদাশিবের ধারা হলেন রুদ্র শিব। এই শেষোক্ত শিবই প্রতীকরূপে লিঙ্গ হিসেবে পূজিত।

সৃষ্টির লক্ষে পরমেশ^র ভগবান কৃষ্ণের অংশের অংশ কারণবারী সাগরে শায়িত মহাবিষ্ণু। বিষ্ণু প্রকৃতির তথা মায়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ অর্থাৎ ঈক্ষণ করেন। এই মহামায়া (যাকে অনেকেই দূর্গা, কালী ইত্যাদিরূপে মানেন) হলেন সৃষ্টির নিমিত্ত উপাদান। তিনিই সৃষ্টির সময় যোনিরূপে বিরাজ করেন। আর যিনি শম্ভু বা শিব তিনি সৃষ্টির কারণ বা উপাদান হিসেবে কাজ করেন। তাই দুইয়ের মিলনেই এই জড়জগতের সব কিছু সৃষ্টি এবং লয় হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে-

Âনিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে।

সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্র রূপধরে।।”

(চৈ.চ. মধ্য ২০/৩০৭)

এখন দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণের কলা-অংশ মহাবিষ্ণু দ্বারা সঞ্চরিত হয়ে নিমিত্ত অংশ মহামায়া এবং উপাদান শম্ভু এই তিনে মিলে কার্য সম্পাদন করেন। তাই অতি সংক্ষেপে বলা যায় আমরা যে শিবলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করি তাতে মূলত সৃষ্টি তত্ত¡ই লুকায়িত রয়েছে। কারণ এই লিঙ্গের সাথেই মহাযোনি স্বরূপা মহামায়া এবং লিঙ্গরূপী শিব বিরাজমান। তাই শিব লিঙ্গকে নিয়ে উপহাস করলে প্রকারান্তরে সৃষ্টি তত্ত¡কেই অস্বীকার করা হয়। শিবশক্তি অতি ক্ষুদ্র অংশরূপে আমাদের জড়জাগতিক পিতা এবং মহামায়ার কলাংশরূপে আমাদের জড়জাগতিক মাতা। এই উভয়ে মিলে আমাদেরকে যে জন্মদেন তার সর্বোত্তম রূপই শিবলিঙ্গ-মহাযোনি। তাই একে নিন্দা করলে পরোক্ষভাবে নিজের জন্মদাতা পিতা ও জন্মদাত্রী জননীকেই অপমান করা হয়।

২. পৌরাণিক ব্যাখ্যা : শিবলিঙ্গের পৌরাণিক ব্যাখ্যার মূল কথা হলো শিবলিঙ্গ শিবের প্রতীক হিসাবে পূজিত। প্রলয়কালীন সমুদ্রে সৃষ্ট অনুপম উজ্জ্বল অনল স্তম্ভ বিশেষ। লিঙ্গ বলতে সাধারণত আমরা পুরুষ অথবা নারীর উপস্থ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয় বুঝে থাকি। লিঙ্গ বলতে যদি কোন প্রতীক বা চিহ্ন অথবা শিব বিগ্রহ বুঝানো হয় তবে আর কোন সমস্যা থাকার কথা নয়।

সনাতন ধর্মে ১৮টি পুরাণশাস্ত্রে রয়েছে। এদের মধ্যে ৬টি হলো সত্ত¡গুণ বিশিষ্ট; ৬টি হলো তমোগুণ বিশিষ্ট এবং বাকী ৬টি পুরাণ হলো তমো গুণ বিশিষ্ট। এই শেষোক্ত ধরণের পুরাণ গুলোর মধ্যে একটি লিঙ্গপুরাণ। এই পুরাণে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর পূর্বভাগে ২৯নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে; “লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ^র’’। আবার একই অধ্যায়ে সূত গোস্বামীর এরূপ উক্তি রয়েছে,“লয় করেন বলে শিবের আরেক নাম লিঙ্গ”।

শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের আবির্ভাব এবং লীলা সমূহ বিভিন্ন কল্প এবং মন্বন্তরে সংঘটিত হয়। ব্রহ্মার একদিন হলো এক হাজার চতুর্যুগের সমান। জড়-জাগতিক হিসাবে ৮৬৪ কোটি বছরে ব্রহ্মার দিন-রাত্রি কাল। একেই কল্প বলা হয়। এরূপ ৩০ টি কল্প আছে। এর মধ্যে ঈশান কল্প হলো অন্যতম। শিবলিঙ্গ এই কল্পেই আবির্ভূত হয়। এর বর্ণণা নীচে দেয়া হলো।

দেবতা এবং মহর্ষিগণ যখন কালক্রমে সত্যলোকে উন্নীত হন তখন সবাই সমতা লাভ করেন। ঐ সময় একদিক্রমে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে সূর্যের তাপে সবকিছু পুড়ে যায়। তখন সমস্ত চরাচর একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ জলমগ্ন হয়। ঐ সময় ব্রহ্মা জলে অবস্থানকারী ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে দেখতে পান। কিন্তু মায়ার দ্বারা আবিষ্ট/প্রভাবিত হয়ে তিনি বিষ্ণুকে ভগবান বলে চিনতে না পেরে তাকেঁ কঠোরভাবে ভৎসনা করেন এবং নিজেকে সর্মময় বলে ঘোষণা করেন। তখন ভগবান বিষ্ণু মধুরভাবে হেসে ব্রহ্মাকে জানালেন যে ব্রহ্মাজি মায়ার বশে আছন্ন হয়ে সবকিছু ভুলে গেছেন। ভগবান বললেন যে, “ ব্রহ্মা কর্তা নয়। কারণ তাঁর (ভগবানের) অঙ্গ থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। আরোও বললেন যে অসংখ্য ব্রহ্মাÐ তাঁর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। একথা শুনে ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

হয়ে তার সুদৃঢ় হাত দ্বারা ভগবানকে প্রহার করতে উদ্যত হন। ঐ সময় প্রলয়কালীন সমুদ্রের মাঝে ভয়ঙ্কর মহা যুদ্ধ শুরু হয়। সেই সময় উভয়ের মধ্যে বিরোধ বা বিবাদ প্রশমন ও প্রবোধনের জন্য এক অতি উজ্জ্বল প্রলয়কালগত "অনল স্তম্ভ'' (লিঙ্গ) উৎপন্ন হয়। এই লিঙ্গ ছিল সহ ্র শিখা সমন্বিত। ঐ সময় শিখাটির পরিসীমা জানার জন্য শ্রীভগবান বিষ্ণু বরাহরূপে এবং ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করে নীচে এবং উপরে ক্রমশ গমন করে এক সময় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। এক সময় তারা আবার মিলিত হলে ঐ অনল স্তম্ভে ওঁ ওঁ ধ্বনি শুনতে পায় এবং স্তম্ভের দক্ষিণ, উত্তর এবং মধ্যভাগে অ-কার, উ-কার এবং ম-কার দর্শন করেন। তার শেষে নাঁদ চিহ্ন দেখতে পান। এই বর্ণত্রয় "ওঁ" কার;। তারপর ঐ স্থলে শিব প্রকটিত হয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যেকার বিবাদ নিরসন করেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে বলেন, পদ্মকল্পে পিতামহ ব্রহ্মা আপনার পুত্র হবেন। এভাবে ঈশানকল্পে ঈশানদেব (শিব) এ তত্ত¡ জানানোর পর ঐ স্থলেই অন্তর্হিত হন। সেই সময় থেকেই শিব-শিলা-স্তম্ভ বা লিঙ্গ-অর্চনা আরম্ভ হয়। যারা আজও অজ্ঞ তারা লিঙ্গকে শিবের শিশ্ন বা উপস্থ ভেবে পূজা করে থাকে।

৩. শিব লিঙ্গ পূজার তাৎপর্য : শ্রীমদ্ভগবত (১২/১৩/১৬) "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু"- অর্থাৎ বৈষ্ণব গণের মধ্যে শিবই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিবের কৃপায় আমাদের কৃষ্ণভক্তি বদ্ধিত হতে পারে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র গ্রন্থে ভগবানের এরূপ উক্তি রয়েছে। "যিনি শিব, তিনিই আমি এবং যে আমি সেই শিব"। শিব পূজায় কোন জাতিকুলের বিচার নেই। একটু গঙ্গাজল কয়েকটি বেল পাতা সহ অর্ঘ নিবেদন করলেই শিব প্রীত হন। তবে শাস্ত্রে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে যে, প্রথমে কৃষ্ণ পূজা করে তারপর তাঁর মহান ভক্ত শিবের পূজা করতে হয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে-

''অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।

প্রীতে শিব পুজি, পূজিকে সর্বদেবে।"

যেখানে শিবলিঙ্গের পূজার ফলে কৃষ্ণ প্রীতিতে সিদ্ধিলাভ না হয়, সেখানে ঐরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নাই। সেইরূপ কল্পিত শিবপূজা বৈষ্ণবের পূজ্য নয় বরং অ-বৈষ্ণব-পূজ্য। অবৈধ এবং অ-শাস্ত্রীয় পূজা মাত্র।

প্রত্যেক জীবেই শিব-শক্তি বিরাজমান। আবার শিব-শক্তি সব সময়ই শিবের সাথে অভিন্ন। অনেকটা অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তির মতো। এসব কিছুই লিঙ্গসহ- যোনির সংযোগ প্রতীক শিবলিঙ্গ নির্দেশকরে। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতীক হিসাবে এই জগতে বিরাজ করছে।